প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

২৩শ ভাগ
১ম খণ্ড

বৈশাখ, ১৩৩০

১ম সংখ্যা

উৎসবের কন্‌সার্ট

মাথার উপরে আকাশপথ সম্পূর্ণ খোলা, কাজেই সে পথ দিয়ে দিন-রাতের আলো আঁধারের, এক ঋতু থেকে আর-এক ঋতুর নানা সুর, নানা উৎসবের খবরাখবর ছোট্ট এই পৃথিবীতে কবিদের কাছে, শিল্পীদের কাছে এসে পৌঁছবার একটুও বাধা হয় না—তা তারা সহরেই থাক বা বনে উপবনে যেখানেই থাক্। কিন্তু প্রকৃতিদেবীর এই উৎসবে, সমস্তের নিমন্ত্রণ যা মনের রাস্তা ধরে' বাতাসের উপরে আলো-দিয়ে-লেখা রঙীন চিঠির মতো আসে, সবার কাছে সে-সব চিঠি তো পৌঁছবার সুবিধে পায় না। কতক মানুষকে কাজ নিয়ে থাকতেই হয় বাধ্যে। মাসই সহরে, সেখানকার আকাশের দৌড় পদে পদে আফিস-বাড়ী-গুলোর ছাতের আল্‌সেতে ধাক্কা খেয়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে, এমন কি যে মানুষের মন বাতাসেরও আগে দৌড়োয়, সেও বসন্ত-বাড়ির ঘেরটা টপ্‌কে যদি ওবাড়িতে যেতে চায় তবেও পুলিসের হাতে মার খেয়ে ফিরে আসে। প্রত্যেকের কাজের মধ্যে, সুখ-দুঃখ-আনন্দের মধ্যে একটা র' প্রাচীর আমাকে তাকে বিভক্ত করেই রাখে, সম্পূর্ণভাবে মিল্‌তে দেয় না কিছুর সঙ্গে কারু সঙ্গে আনন্দ গাছ, সেও বিশ্বজোড়া উৎসবের নিমন্ত্রণ সহরের মানুষ-গুলোর চেয়ে আগে পেয়ে যায় এবং বেরিয়ে আসে ফুল-পাতার সাজে সেজে উৎসব করতে, কিন্তু মানুষ আমাদের কাজের এমনি তাড়া যে সেই এতটুকু গাছের একটুখানি সাজগোজের দিকে নজর দেবার সুবিধে হয়ে ওঠে না। আমরা যদি উৎসব করতেও চলি তবে তারও মধ্যে কাজের কথা আসে, প্রেসিডেন্ট্ আসে, সেক্রেটারি আসে, রিপোর্ট্ আসে! এত হিসেব করে' উৎসব হয় না, উৎপাত করা হয়। আকাশ-পথে এই বসুন্ধরা ঘিরে' যে-সব বড় বড় উৎসব রং আর সুরের স্রোত নিয়ে বয়ে চলেছে পলে পলে, শুধু গুণীদের বীণার তারেই তারা ধরা পড়ে' যাচ্ছে,—সুরে ছন্দে রং-এ রেখায়। কাজের বন্দীশালার দ্বারে আসছে ছুটির খবর উৎসবের খবর রঙে রাঙানো হয়ে কথায় গাঁথা হয়ে, কিন্তু তবু খোলে না ফাটক, কেন বন্ধ থাকে আগল! আফিসের সাহেব সেও বলে—যাও পাল-পার্ব্বণে ছুটি দিলেম; কিন্তু মনের খিল কাজের মরচে ধরে' শক্ত হয়ে বসে' গেছে, সে খিলের চাবিটা অকেজো বলে' কবে ফেলে দিয়েছিলেম